৩১. উদ্ধারকর্তা যীশু

“মশীহ” আর “খ্রীষ্ট” এই দুটো শব্দ হিব্রু এবং গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে আর এই দুটো শব্দেরই অর্থ হোল “মনোনীত”। যীশুকে এই দুটো উপাধীই দেয়া হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর তাকে মানব জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যীশুর সময়কার যিহূদীরা পৃথিবীতে মশীহ আসবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু যীশু যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন তারা তাকে চিনতে পারেনি। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব এইসব ঘটনাগুলো কেন ঘটেছিল।

মূল পাঠ: লূক ২৪:১৩–৩২

যীশুকে গ্রেফতার করা, অন্যায়ভাবে বিচার কারা, আর জঘন্যভাবে মৃত্যুর দোষে দোষী করার ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশুর শিষ্যেরা ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ে, তাদের মাথার উপর তাদের অকাশ ভেঙ্গে পড়ে। যীশু যদিও তার শিষ্যদেরকে বার বার বলেছিলেন তাকে একসময় মারা যেতে হবে, যীশুর সঙ্গে তার শিষ্যদের সম্পর্ক এমন ভাবে ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনা শিষ্যরা কোনভাবেই আশা করতে পারেনি। ইম্মায়ুর গ্রামে যাবার পথে একজন শিষ্য বলেছিল যে, “আমরা আশা করেছিলাম তিনিই ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করবেন। কেবল তাই নয়, আজ তিন দিন হল এই সব ঘটনা ঘটেছে” (২১ পদ)। এই বিষয়গুলো পরিষ্কার করার জন্য পুনরুত্থিত হবার পর যীশুর তার শিষ্যদেরকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল।

১. এই দুইজন শিষ্যের মতে যীশু মারা গিয়েছেন, কিন্তু তারা কি পরবর্তীতে বিশ্বাস করেছিলেন যে যীশুই ছিলেন মশীহ (বা খ্রীষ্ট)? তাদের ধারণার কি কোন পরিবর্তন ঘটেছিল?
২. ইম্মায়ু শহরে যাবার পথে যীশু বুঝিয়ে বলার পরে এই দুইজন শিষ্য বুঝতে পেরেছিল যে যীশুর বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ছিল, কিন্তু এর আগে তারা এই বিষয়ে কেন বুঝতে পারেনি?
৩. যীশুকে যে কষ্টভোগ করতে হবে এ বিষয়টি বুঝাতে এমন কোন কোন পদ আছে যা হয়তো যীশু (২৭ পদ) “মোশির এবং সকল ভাববাদীদের” লেখা থেকে ব্যবহার করেছিলেন? এই সমস্ত পদের লেখাগুলো আমাদের জন্য বোঝা কি খুব সহজ?

মশীহকে যে কি করতে হবে এ বিষয়টি যীশুর নিজের শিষ্যেরা এবং যীশুর সময়কার প্রায় সকল যিহূদীরা কেন বুঝতে পারেনি? মশীহ যে যে কাজ করেছিলেন তার দুটো অংশ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, আর এ দুটি অংশই ঈশ্বরের পরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু যিহূদীরা এই দুটি পরিকল্পনার মধ্যে শুধুমাত্র একটি বিষয়ে বুঝাতে পেরেছিল।

মশীহের বিষয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাস: মশিহ হলেন উদ্ধারকারী রাজা

পুরাতন নিয়মে “মশীহ” এবং মনোনীত ব্যাক্তি সম্পর্কে খুব কমই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এমন অনেক পদ আছে যা থেকে বোঝা যায় যে, নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন রাজা আসবেন। দানিয়েল ভাববাদী তার লেখায় বলেছেন “অভিষ্কিত ব্যাক্তি” (দানিয়েল ৯:২৫ KJV আর CLV মিলিয়ে দেখুন)। গীতসংহিতায় কোন কোন সময়ে রাজা দায়ূদ কোন একজনকে সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যাক্তি বলে অভিহিত করেছেন (গীতসংহিতা ২:২ দেখুন)। যিহূদীদের সমাজে কাউকে তেল দিয়ে অভিষিক্ত করার একটি বিশেষ অর্থ ছিল। এর অর্থ ছিল কোন রাজাকে তার সিংহাসনে আসন গ্রহণ করা, বা একজন পুরোহিত বা ভাববাদীকে ঈশ্বর থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার একটি চিহ্ন। কাউকে যখন বলা হয় “ঈশ্বরের মনোনীত” (বা অভিষিক্ত) তখন এই দায়িত্বগুলো গ্রহণ করার বিষয়েই বুঝানো হয়।

বাইবেলের বিভিন্ন পদে একজন জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ রাজার বিষয়ে বলা হয়েছে, যিনি একটা বিশাল সম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। যীশুর সময়কার যিহূদীরা, এমন একজন মশীহের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন যিনি একজন বিজয়ী রাজা হিসেবে আসবেন, যিনি সেই সময়কার রোমীয়দের পরাজিত করে ইস্রায়েলের হারিয়ে যাওয়া মহীমা ফিরিয়ে আনবেন। তাদের আশা ছিল যে তিনি রাজা দায়ূদের সিংহাসনে বসবেন এবং সেখান থেকে ধার্মিকতা আর ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে নির্দেশনা দেবেন। আর এই ধারণা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল বিশাল এক প্রত্যাশা।

মশীহ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এই ধারণা আসলে ঠিকই ছিল – ঈশ্বরের রাজ্য একসময় এই পৃথিবীতে ঠিকিই প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যীশু হবেন সেই রাজ্যের রাজা। তিনি যিরুশালেম থেকে সমস্ত পৃথিবী শান্তির সাথে পরিচালনা করবে। কিন্তু মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল কারণ তারা বুঝতে পারেনি যিশু রাজা হয়ে পৃথিবীতে আসার আগে তাকে কষ্ট বহন করতে হবে।

মশীহের সম্পর্কে যে ধারণাটি বেশীরভাগ মানুষ মনে রাখেনি: তিনি হলেন কষ্টভোগকারী একজন দাস

যিশাইয় ভাববাদী সবচেয়ে সুন্দর আর বিস্তারিতভাবে মশীহ কি করবেন তার বর্ণনা করেছেন। তিনি মশীহকে একজন মেষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যাকে জবাই করে হত্যা করবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যিশাইয়ের মতে মশীহ হলেন এমন একজন মানুষ যিনি নীরবে এবং স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কষ্ট ভোগ করবেন।

> লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি তার মত হয়েছেন; লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি। সত্যি, তিনিই আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন; কিন্তু আমরা ভেবেছি ঈশ্বর তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। আমাদের পাপের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। (যিশাইয় ৫৩:৩–৫)

যীশুকে যে কষ্ট পেতে হবে এ ধারণাটি সেই সময়কার যিহূদীরা আর ধর্ম নেতারা সম্পুর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিল। যীশুর স্পষ্টবাদী শিষ্য পিতরও পর্যন্ত যীশুর এই কষ্ট বহনের পরিণতির তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল (মথি ১৬:২১-২৩)। রোমীয়দেরকে পরাজীত করার কথা না বলে যীশু যখন কষ্টভোগ আর আত্মত্যাগের কথা বলতে শুরু করেন তখন তার প্রথমদিকের অনেক অনূসারীরা তাকে ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন।

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

পুরাতন নিয়মে মসীহ/মনোনীত:

গীতসংহিতা ২:২; ৪৫:৭; ৮৯:২০; যিশাইয় ৬১:১–৩; দানিয়েল ৯:২৪–২৬।

মসীহের কষ্টভোগ:

গীতসংহিতা ২২:১–২১; যিশাইয় ৫৩; দানিয়েল ৯:২৬; সখরিয় ১২:১০।

রাজা হয়ে ফিরে আসা:

২ শমূয়েল ৭:১২–১৬; গীতসংহিতা ৭২; যিরমিয় ২৩:৫–৬; ৩০:৮–৯; যিহিষ্কেল ৩৭:২৪–২৫; মীখা ৫:২–৪; সখরিয় ৯:৯–১০; মথি ২:২।

নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট:

মথি ২:৪; ২২:৪১–৪৫; মার্ক ১৫:৩২; লূক ২:১১; যোহন ১:৪১; ৪:২৫–২৬; ৭:২৬–৩১;প্রেরিত ২:২৯–৩৬; ৯:২০–২২; ২৬:২২–২৩।

ঈশ্বরের মেষ/মেষশেবক:

যোহন ১:২৯,৩৬; প্রেরিত ৮:৩২–৩৫; ১ পিতর ১:১৮–২১; প্রকাশিত বাক্য ৫:৫–১২.।

দুটো বিশ্বাস এর মিলন: ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা

মশীহের এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ছিল পুরাতন নিয়মের অনেক ধারনার বাস্তবায়ন ঘটানো। ঈশ্বরের পরিকল্পনা বস্তবায়ন করার জন্য এমন একজন মানুষের প্রয়োজন ছিলো যিনি হবেন নিখুঁত, এবং মানব জাতির পাপের জন্য যিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবেন না। তার উপরে বিশ্বাস এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এর কাছে যাবার পথ সবার জন্য খুলে গেছে, আর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহন করা এখন ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব হয়েছে। মানুষ এখন বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের পাপের থেকে ক্ষমা পাওয়ানোর জন্য যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিলো আর তাই আমাদের সবার পক্ষেও আজ ক্ষমা পাওয়া আর অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব।

> ঈশ্বর যাদের ডেকে চিরকালের অধিকার দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তারা যেন তা পায় সেইজন্যই খ্রীষ্ট একটা নতুন ব্যবস্থার মধ্যস্থ হয়েছেন। এই অধিকার পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কারণ প্রথম ব্যবস্থা বহাল থাকবার সময়ে মানুষ যে সব পাপ করেছিল সেই সব পাপের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করবার মূল্য হিসাবে খ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। (ইব্রীয় ৯:১৫)

মোশীর সময়ে পশু বলিদান আর উপাসনার যে সমস্ত আইন-কানুন মানুষ অনুসরণ করত, তা ছিলো ভবিষ্যতে যীশুকে যা করতে হবে তার কিছু দৃষ্টান্ত বা নমূনা। যারা এখন যীশুর দেওয়া অনুগ্রহ গ্রহন করেছে যীশু এখন তাদের জন্য মহাপুরোহীত হিসেবে কাজ করছেন। তিনি এখন আমাদের পক্ষ হয়ে ঈশ্বর আর মানুষ আর মধ্যে একজন মধ্যস্ততাকারি হিসেবে কাজ করেন। তিনি আমাদের সাহায্য করেন যেন আমরা আমাদের চরিত্র তার মত করে গড়ে তুলতে পারি। যীশু যখন পৃথিবিতে ফিরে আসবেন তখন তিনি সমস্ত জীবিত আর মৃত মানুষের বিচার করবেন। তিনি পৃথিবিতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন, আর যারা পাপ আর মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়েছে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যেরুশালেম থেকে পৃথিবী পরিচালনা করবেন। আর এর মধ্য দিয়ে মশীহ/খ্রীষ্ট/রাজা/ভাববাদী/দাস/মেষ/মেষশাবক সম্পর্কে যে সব ভবিষ্যতবাণী বাইবেলে করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ হবে।

> অনেক লোকের পাপের বোঝা বইবার জন্য খ্রীষ্টকেও একবারই উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বার আসবেন, কিন্তু তখন পাপের জন্য মরতে আসবেন না, বরং যারা তাঁর জন্য আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করে আছে তাদের সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার করবার জন্য আসবেন। (ইব্রীয় ৯:২৮)

যিশু পুনুরুত্থিত হয়ে ওঠবার আগে ঈশ্বরের এই সম্পূর্ণ পরিকল্পনা যীশুর শিষ্যদের সম্পর্কে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিলোনা। ক্লিয়পা এবং ইম্মায়ুতে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে আরেকজন যে শিষ্য ছিল তারাই হয়ত প্রথম বারের মত মশীহ হিসেবে যীশুর দায়িত্ব সম্পর্কে

বুঝতে পেরেছিল (লুক ২৪:১৩-৩৫)। এই সমস্থ ঘটনার পরে যখন শিষ্যেরা যখন যিহুদি আর অযিহুদিদের কাছে যীশুর বিষয় শিক্ষা দেয়, সেই সব প্রচারের মধ্যে দিয়ে মানুষ আস্তে আস্তে যীশুর বিষয়ে ঈশ্বরের আসল পরিকাল্পনা বুঝতে শুরু করে।

> পৌল তাঁর নিয়ম মতই সেই সমাজ-ঘরে গেলেন এবং পর পর তিন বিশ্রামবারে লোকদের সংগে পবিত্র শাস্ত্র থেকে আলোচনা করলেন। তিনি লোকদের বুঝালেন এবং প্রমাণ করলেন যে, মশীহের কষ্টভোগ করবার এবং মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবার দরকার ছিল। তিনি বললেন, "যে যীশুর কথা আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি সেই যীশুই হলেন মশীহ।" (প্রেরিত ১৭:২–৩)

আজকের দিনে আমাদের কাছে যেহেতু সম্পুর্ণ বাইবেল আছে, আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে মশীহ হিসেবে যীশুর বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এবং ভবিষৎবাণী জানতে পারি, একই সাথে আমরা নতুন নিয়মের সুসমাচার থেকে যীশুর জীবন, তার কাজ আর শিষ্যদের দেওয়া শিক্ষা গুলো আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি। এইভাবে আমরা পুরাতন আর নুতন নিয়মের মাধ্যে আমরা সামঞ্জস্য আর মিল খুজে বের করতে পারি। আর এই সম্পূর্ণ বাইবেল ব্যবহার কারার যে সুজোগ ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তার জন্য আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া। আমাদের সবার উচিৎ বাইবেল পরতে পারার এই অপূর্ব সুজগের সঠিক ব্যবহার করা, আর বাইবেল পরার মধ্য দিয়ে যীশুর বিষয়ে আরো ভালো করে জানা।

সারাংশ

- "মশীহ" এবং "খ্রিষ্ট" এই দুটো শব্দেরই অর্থই হচ্ছে "মনোনিত" কেবলমাত্র একজন প্রতিজ্ঞাত রাজাকেই এই দুটো উপাধি দেওয়া হয়েছে। আর এই রাজা হলেন যীশু।
- কিন্তু রাজা হিসাবে দ্বায়িত্ব গ্রহন করার আগে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে খ্রিষ্টকে প্রথম কষ্ট ভোগ করে মৃত্য বরণ করতে হয়েছে। মানুষের পাপের জন্য তাকে মৃত্যু বরন করতে হয়েছে, আর এই মৃত্যু থেকে পুনুরুত্থিত হবার মধ্য দিয়ে তিনি এখন মানুষ আর ঈশ্বরের মাঝখানে কাজ করছেন। যারা তাকে বিশ্বাস করে তিনি তাদের আর ঈশ্বরের মধ্য এখন একজন মধ্যস্থতাকারি। তাকে যে মৃত্যু বরণ করে পূনুরুত্থিত হতে হবে এই বিষয়টি অনেকেই তার পুনুরত্থানের আগ পর্যন্ত বুঝতে পারে নি।
- যীশু যখন এই পৃথিবীতে রাজা হয়ে ফিরে আসবেন কেবল তখনই মশীহ হিসাবে যীশুকে নিয়ে ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা সম্পূর্ণ ভাবে পরিপুর্ণ হবে।

চিন্তার উদ্দীপক

১. পুরতন নিয়মে "মশীহ" এবং "মনোনিত" এই দুটি শব্দ সরাসরি ভাবে খুব বেশি উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু নতুন নিয়মে খ্রিষ্ট যার অর্থ হল "মনোনিত" শব্দটি বহু বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর কি কি ভাবে "মনোনিত" ব্যাক্তি ধারনাটি বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে? আমরা কি ভাবে বুঝতে পারি যে এই সমস্ত শব্দগুলো একই ব্যাক্তি বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে?

২. পুরাতন নিয়ম ছিলো যীশুর সময়কার যিহূদীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। আর তাই তারা এই পুরাতন নিয়ম অত্যন্ত ভালভাবে জানত। সেই সময়কার যিহূদীরা বুঝতে পেরেছিল যে যীশু রাজা হয়ে পৃথিবিতে আসবেন, কিন্তু তারা কেন বুঝতে পারেনি যে প্রথমে মশীহকে কষ্ট পেতে হবে? ধর্মনেতা (সেই সময়কার লেখক, ফরিশি, সদ্দূকি) আর যীশুর শিষ্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নটির উত্তর দিন।

৩. মথি ২২:৪১-৪৬ পদ দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে যীশু বোঝাতে চেষ্টা করছেন, খ্রীষ্ট হলেন দায়ূদের পুত্র (বা বংশধর)। তিনি কি সত্যি সত্যিই বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে তিনি দায়ূদের বংশধর বা দায়ূদ ছেলে? তা যদি না হয় তাহলে তিনি আসলে এখানে কি বোঝানোর চেষ্টা করছেন?

৪. এদন বাগানের মানুষের প্রথম পাপের পর, মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য ঈশর যে মহান পরিকল্পনা করেছেন তা আসলে কি? সংক্ষেপে লিখুন (বা বর্ণনা করুন)। মশীহ (বা যিশু) কিভাবে ঈশ্বরের এই মহান পরিকল্পনা মুখ্য একজন ব্যাক্তি?

সহায়ক অনুসন্ধান

১. বিভিন্ন যুক্তি ব্যাবহার করে পিতর এবং পৌল তাদের সময়কার লোকদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে যিশুই হলেন খ্রীষ্ট, পুরাতন নিয়মের পদ ব্যবহার করে আপনিও এমন একটি যুক্তি তৈরি করুন।

২. লূক ২৪ অধ্যায় কথা বলবার সময় যীশু উক্তি করে বলেছিলেন যে, "মোশি এবং সমস্থ নবিদের লেখা" অনুসারে খ্রিষ্টকে গৌরব পাবার আগে কষ্টভোগ করতে হবে। বাইবেলের (মোশির লেখা বইগুলোর) প্রথম পাঁচটা বই থেকে কোন কোন অংশের কথা হয়তো উল্লেখ করার চেষ্টা করেছিলেন? ভাববাদিদের কোন কোন লেখার কথা আসলে যীশু বোঝানর চেষ্টা করছিলেন?

৩. বর্তমানের আধুনিক যিহূদীরা কষ্ট ভোগকারা মশীহের সম্পর্কে কি বিশ্বাস করে? আপনার যদি এমন কনো যিহূদীর লোকের সাথে পরিচয় হয় যিনি মশীহ/রাজা প্রথমবার আসবার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাকে আপনি কি ভাবে বুঝাবেন যে তারা আসলে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে?

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- Christ in the Old Testament লেখক Harry Tennant (খ্রিষ্টেডেলফিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত)। ১৫ পৃষ্ঠা।
- Thine is the kingdom লেখক Peter Southgate (Dawn Books Supply কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭)। ৭ অধ্যায়।
- A life of Jesus লেখক Melva Purkis (খ্রিষ্টেডেলফিয়ান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৬)। এই বইটি যীশুর জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। বইটিতে মশীহ হিসেবে যীশুর যে দায়িত্ব ছিল সেই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখনে আরো দেখানো হয়েছে যে কেন অনেকের জন্য যীশুকে গ্রহন করা জন্য সহজ বিষয় ছিলো না।

আরো দেখুন

৩০. পুরাতন নিয়মে যিশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

৩২. মনুষ্যপুত্র আর ঈশ্বরপুত্র: যিশু

৩৫. যীশুর খ্রিষ্টের আত্মত্যাগ

৩৯. যীশু এখন কি করছেন?

৪২. যীশুর ফিরে আসা

৪৫. ঈশ্বরের রাজ্য